রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৪, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই মার্চ, ২০১১/৩০শে ফাল্গুন, ১৪১৭

নিম্নলিখিত বিলটি ১৪ই মার্চ, ২০১১(৩০শে ফাল্গুন, ১৪১৭) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ

বা.জা.স. বিল নং ৫/২০১১

কর-ন্যায়পাল আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৯নং আইন) রহিতকরণকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু কর-ন্যায়পাল আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৯নং আইন) রহিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন কর-ন্যায়পাল (রহিতকরণ) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **কর-ন্যায়পাল আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৯নং আইন) রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) কর-ন্যায়পাল আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৯নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(২) উক্ত আইন রহিতকরণ সত্ত্বেও—

(ক) উহার অধীন স্থাপিত কর-ন্যায়পাল কার্যালয়ের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল প্রকার সম্পদ, দলিল-দস্তাবেজ, ইত্যাদি সরকারের অনুকূলে ন্যস্ত হইবে;

(খ) উহার অধীন স্থাপিত কর-ন্যায়পাল কার্যালয়ের সকল দায়-দেনা সরকারের উপর বর্তাইবে;

(গ) উহার অধীন দায়েরকৃত সকল অনিষ্পন্ন অভিযোগ, তদন্ত ও সাক্ষ্য, ইত্যাদি যদি থাকে, বাতিল (abate) হইবে; এবং

(ঘ) কর-ন্যায়পাল কার্যালয়ে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মরত কর্মচারীগণ Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXIV of 1985) অনুসারে উদ্বৃত্ত হিসাবে ঘোষিত হইবেন এবং বিধি মোতাবেক আত্মীকৃত হইবেন।

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

কর-ন্যায়পাল কার্যালয়ের জন্য প্রণীত আইন ও বিধিমালা এবং কর সংক্রান্ত আইনসমূহের মধ্যে সাংঘর্ষিক বিষয় থাকায় এবং কর ন্যায়পাল আইন ও বিধিমালার আওতায় সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকায় কার্যালয়টি মূলতঃ অকার্যকর হইয়া পড়ে। কর-ন্যায়পাল কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৯ এ উল্লেখ করা হয় আয়কর আইন-১৯৮৪, শুল্ক আইন-১৯৬৯, মূল্য সংযোজন কর-১৯৯১ ইত্যাদি আইনে কর-ন্যায়পালের সুপারিশ বাস্তবায়নে কর কর্মকর্তাদের ক্ষমতা অর্পণ করিয়া কোন ধারা সংযোজন না থাকায় কর-কর্মকর্তাগণ সুপারিশ বাস্তবায়নে দ্বিধাবোধ করে। কর-ন্যায়পাল আইনে কর-ন্যায়পালের সুপারিশ-বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর সম্পর্কিত আইনসমূহে অস্পষ্টতা থাকায় জনমনে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছুটা সংশয় রহিয়াছে। এই অস্পষ্টতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই করদাতাগণ কর-কর্মকর্তাদের অপশাসনের বিষয়ে কর-ন্যায়পালের নিকট অভিযোগ দায়ের হইতে বিরত থাকিতেছেন এবং এই দপ্তরে অভিযোগ দায়ের না করিয়া অন্যান্য বিচারিক প্রক্রিয়ার দ্বারস্থ হইতেছেন। কর-ন্যায়পাল কার্যালয়ে ২০০৬ সনে ১০টি, ২০০৭ সনে ১১৯টি, ২০০৮ সনে ২৪১টি এবং ২০০৯ সনে ৩৫৫টি অভিযোগ দায়ের হয়। ২০০৯ সনে দায়েরকৃত ৩৫৫টি অভিযোগের মধ্যে ১৮২টি অভিযোগের কোন বিবেচনাযোগ্য বিষয় না থাকায় নথিভুক্ত করা হয়। কর-ন্যায়পাল কার্যালয় কর্তৃক প্রদানকৃত সুপরিশের মধ্যে নগণ্যই বাস্তাবায়িত হইয়াছে এবং অধিকাংশ সুপারিশ এখনো রাজস্ব বোর্ডের বিবেচনায় রহিয়াছে। কর-ন্যায়পাল কার্যালয়ের জন্য ২০০৯-১০

সালের সংশোধিত বাজেটে ১.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কর-ন্যায়পাল কার্যালয়টি কর প্রশাসনের অপশাসন দূর করিবার পরিবর্তে একটি ব্যয়সাধ্য ও অকার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে এবং রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে আপিল কার্যক্রম শক্তিশালী করা হইতেছে। বিকল্প বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা নেয়া হইতেছে। এই কারণেই কর-ন্যায়পাল আইন-২০০৫ রহিত করার উদ্যোগ নেয়া হইয়াছে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd